যাবীহুল্লাহ কে?

প্রতিপাদনেঃ
আব্দুল হামীদ মাদানী

২০১১ সনের ২১শে অক্টোবরে সংবাদ প্রতিদিনে প্রকাশিত ‘ইব্রাহিমের বলির প্রিয় পুত্রটি কে---ইসাহক না ইসমাইল?’ নিবন্ধটি পড়লাম। কুরবানী-বিরোধী লেখক সানোয়াজ খান এবারেও অমুসলিমদেরকে খোশ করার জন্য নিজের মস্তিষ্ক ‘বলি’ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশেও এর ঝড় বয়ে গেছে। তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি ক’রে লাভ আছে বৈকি? লেখকের নাম জেনে তাঁকে ‘মুসলমান’ বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর কলমে ইসলামী আদব নেই। আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণের প্রতি তাঁর কোন আদব নেই। যেমন মুসলিম সমাজ, তাদের আলেম-উলামা ও দ্বীনী প্রতীকসমূহের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা নেই।

তিনি লিখেছেন, *‘ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কাছে ইব্রাহিম সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর এই বলি রীতির অনুকরণে একমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই প্রচলিত আছে। কারণ, মুসলিমদের বিশ্বাস ইব্রাহিম তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল-ইসহাকের মধ্যে ইসমাইলকেই বলি দেওয়ার আদেশ পান।’*

খান সাহেব! ইসমাঈল عليه السلام ‘যাবীহ’ বলেই মুসলিমরা কুরবানী করে না। ইসহাক عليه السلام ‘যাবীহ’ হলেও মুসলিমরা কুরবানী করত। ইসহাক ‘যাবীহ’ হলে মুসলিমদের নিকট কুরবানীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কম হত না। যেহেতু মুসলিমদের কাছে ঈমানের ব্যাপারে সকল নবী সমান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ] (١٣٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।' (বাক্বারাহ ঃ ১৩৬)

[قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ] (٨٤) آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্ম-সমর্পণকারী।' (আলে ইমরান ঃ ৮৪)

[آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ] (٢٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।' (বাক্বারাহ ঃ ২৮৫)

মহান আল্লাহ সেই ঈমান পরীক্ষার মহান ঘটনাকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٠٨) الصافات

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে নিলাম। আর এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম। (স্বাফ্ফাত ১০৬-১০৮)

'যবেহযোগ্য মহান জন্তু' একটি দুম্বা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে জিব্রাঈল মারফত পাঠিয়েছিলেন। (ইবনে কাষীর)

ইসমাঈল ﷺ-এর পরিবর্তে সেই দুম্বাটি যবেহ করা হয়েছিল এবং ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্ত সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথ ও ঈদুল আযহার সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

সেই বিধান আমাদের নবী ﷺ মুসলিমদের জন্য অনুমোদন করলেন। ইব্রাহীম ﷺ-এর সেই সুন্নতকে জীবিত করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

'অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। *(সূরা কাউষার ২আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমার ﷺ বলেন, "নবী ﷺ দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।" *(মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী)*

আনাস ﷺ বলেন, 'রসূল ﷺ দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু'শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।' *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। *(যাদুল মাআদ ২/৩১৭)* যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করতে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে, সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে, তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলিমদের তরীকার অনুসারী হয়।" *(বুখারী ৫২২৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/৩২১, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৪, হাকেম ২/৩৮৯)*

যেহেতু কুরবানী পালনের বিধান আমাদের নবী ﷺ থেকে পালনীয় হয়ে আসছে, তাই মুসলমানরা কুরবানী করে। ইসমাঈল ﷺ 'যাবীহুল্লাহ' বলে নয়।

খান সাহেব লিখেছেন, *'আবার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ইসাহক যবীহুল্লাহ (আল্লার নামে কোরবান) ছিলেন, এ বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ইসলামের বলির বিষয়ে মুসলিমদের কাছে কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। ইসলাম ধর্মের শুরু থেকেই এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।'*

বিতর্কিত বলেই শরীয়তের উলামাগণ এ বিষয়ে লেখালেখি ক'রে আসছেন। তাঁরা কিন্তু কসাইগিরি পেশা নিয়ে ডাক্তারি করেননি। তাঁরা সেই বিষয়ে 'স্পেশালিস্ট' ছিলেন, যে বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং পৃথকভাবে একাধিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। যেমনঃ

১। আল-ক্বাওলুল ফাসীহ ফী তা'য়ীনিয যাবীহ, সুয়ুতী

২। কিতাবুল ইখতিলাফ ফিয যাবীহ মান হু? মাক্কী বিন আবী তালেব কাইসী

৩। তাব্য়ীনুস স্বাহীহ ফী তা'য়ীনিয যাবীহ, ক্বাযী আবূ বাক্র ইবনুল আরাবী

৪। আল-ক্বাওলুস স্বাহীহ ফী তা'য়ীনিয যাবীহ, তাক্বিইউদ্দীন সুবকী

৫। আল-মাইমূনুত তাসরীহ বিমায়ূমূনিয যাবীহ, ইবনে তূলূন

৬। আল-ক্বাওলুস মালীহ ফী তা'য়ীনিয যাবীহ, আলী বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী

৭। আর্রায়ুস স্বাহীহ ফী মান হুয়ায যাবীহ? আব্দুল হামীদ ফারাহী

ইবনে কাষীর প্রমুখ মুফাস্সির, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়েম রয়েছেন সবার শীর্ষে। এঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ইসমাঈল ﷺ ছিলেন যাবীহুল্লাহ।

বিষয়টি যদি বিতর্কিত হল, তাহলে আপনি ইসহাককে যবীহরূপে প্রাধান্য দিলেন কোন্ ভিত্তিতে?

বাইবেলের বর্ণনার ভিত্তিতে? আপনি কি জানেন যে, বাইবেল বিকৃত এবং তার বহু কিছু পরিবর্তিত?

গিরিশচন্দ্রের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে? তিনিও আপনার মতোই বাইবেলের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি মুসলিমদের তত্ত্বানুসন্ধানী উলামাগণের মতামত উপেক্ষা করেছেন অথবা তা তাঁর নাগালের বাইরে ছিল। অথবা মুসলিমদের এমন উলামাগণের মতাবলম্বন করেছেন, যাঁরা ঐ বাইবেলের বর্ণনায় এবং ইস্রাঈলী রেওয়ায়েতে ধোঁকা খেয়েছেন।

বাইবেলে 'যাবীহ' ﷺ-এর নাম উল্লেখের কথা বলছেন? তা তো নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেদের তরফ থেকে বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বাস না হলে চলুন একবার বাইবেলের উক্তির দিকে ফিরে যাই। তাতে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, 'যাবীহ' ইসমাঈল ﷺ এবং ইসহাক ﷺ-এর নামটি প্রক্ষিপ্ত। আমার কাছে অবশ্য বাংলা বাইবেল নেই। তাই আব্দুল হামীদ ফারাহীর পুস্তিকা 'আর্রায়ুস স্বাহীহ, ফীমান হুয়ায যাবীহ'তে উল্লিখিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃত উক্তি বাংলায় পেশ করছি এবং আরবী হাওয়ালাই ব্যবহার করছি।

Genesis ২২ ঃ ১- ১৮ তে যবেহর উক্ত কাহিনী পড়ুন,

"এরপর ঘটনা এই যে, আল্লাহ ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'হে ইব্রাহীম!' ইব্রাহীম বললেন, 'আমি উপস্থিত।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার একমাত্র পুত্র (ইসহাক)কে সঙ্গে নাও, যাকে তুমি ভালবাস এবং মোরিয়া ভূমিতে নিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ের কথা বলব, সেখানে একটি অগ্নিকুন্ডের কাছে চড়াও। সুতরাং ইব্রাহীম ভোর সকালে উঠলেন। গাধার পিঠে সামান রেখে দুটি দাস এবং তাঁর পুত্র (ইসহাক)কে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিকুন্ডের জন্য কাঠ চেলিয়ে নিলেন। অতঃপর সেই জায়গায় গেলেন, যেখানে যেতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছিলেন।

..........আল্লাহ বললেন, এখন আমি জানলাম যে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তাই তোমার একমাত্র পুত্রকে আমার জন্য কুরবানী করতে কুণ্ঠিত নও। ইব্রাহীম চোখ তুলে দেখলেন তাঁর পিছনে একটি দুম্বা জঙ্গলে দুই শিঙ্গে বাঁধা রয়েছে। ইব্রাহীম গিয়ে দুম্বাটিকে নিয়ে পুত্রের বিনিময়ে অগ্নিকুন্ডের কাছে চড়ালেন।.......অতঃপর ইব্রাহীম নিজ দুই দাসের কাছে ফিরে এলেন এবং সকলে মিলে বি'রে সাবআ (সপ্তকূপ)এ চলে গেলেন এবং ইব্রাহীম বি'রে সাবআয় বসবাস করতে লাগলেন।"

সংক্ষিপ্ত এই বিবরণে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ-

(ক) ইব্রাহীম ﷺ বি'রে সাবআর বাসিন্দা ছিলেন, কুরবানী দেওয়ার আগে এবং পরেও।

(খ) মোরিয়া ভূমিতে তিনি কুরবানী দিয়েছিলেন।

(গ) যে পুত্রকে তিনি কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে পুত্র তাঁর একমাত্র পুত্র ছিল।

(ঘ) সে পুত্র তাঁর কাছে প্রিয় ছিল।

(ঙ) কুরবানীস্থলের নিকট একটি জঙ্গল ছিল।

যদি ভালরূপে চিন্তা ক'রে দেখা যায়, তাহলে অতি সহজে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সে পুত্র ইসমাঈল ﷺ ছিলেন। বর্ণনায় ইসহাক ﷺ-এর নাম উল্লেখ থাকলেও আসলে তা বসানো হয়েছে। কারণ ঃ-

(১) ইব্রাহীম ﷺ বি'রে সাবআর বাসিন্দা ছিলেন। আর তা ছিল ইসমাঈল ﷺ ও তাঁর মায়ের বাসস্থান। (দ্রঃ Genesis ২১ঃ ১৪) ইসহাক ﷺ ও তাঁর মায়ের বাসস্থান ছিল পৃথক শাম দেশে। এমনকি সারার ইন্তিকালের খবর শুনে ইব্রাহীম ﷺ সেখান থেকে সারার বাসস্থান কিনআন-ভূমিতে আগমন করেছিলেন। (ঐ ২৩ঃ ২)

সুতরাং ইব্রাহীম ﷺ যে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কুরবানী দিতে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ইসমাঈল ﷺ। কারণ ইসহাক ছিলেন বহু দূরে শামদেশে। তাছাড়া তখন তাঁর জন্মও হয়নি।

(২) বিবরণে উল্লিখিত যে, সে পুত্র একমাত্র পুত্র ছিল। আর তাহলে সে পুত্র ইসমাঈল ছাড়া আর কেউ নন। কারণ তিনিই ছিলেন ইব্রাহীম ﷺ-এর বড় ছেলে। আর তখন ইসহাক ﷺ-এর জন্ম হলে তাঁকে 'একমাত্র পুত্র' বলা হতো না। ইব্রাহীম ﷺ-এর বয়স যখন ৮৬ বছর, তখন হাজার (হাজেরা) ইসমাঈল ﷺ-কে ভূমিষ্ঠ করেন। (দ্রঃ Genesis ১৬ ঃ ১৬) তাঁর বয়স যখন ১০০ বছর তখন ইসহাক ﷺ-এর জন্ম হয়। (ঐ ২১ ঃ ৫) সুতরাং ১৩/১৪ বছর ধরে ইসমাঈলই ছিলেন 'একমাত্র পুত্র'। আর তাঁর কৈশোরের ১৩ বছর বয়সে কুরবানীর ঘটনা ঘটে।

(৩) বিবরণে উল্লিখিত যে, সে পুত্রকে ইব্রাহীম ﷺ ভালবাসতেন। সে ছিল তাঁর প্রিয় পুত্র। আর ইসমাঈল ﷺ-ই ছিলেন নিজ পিতার 'প্রিয় পুত্র'। যেহেতু ইব্রাহীম ﷺ যখন ইসহাক পুত্রের সুসংবাদ শুনেছিলেন, তখন আল্লাহকে বলেছিলেন, 'যদি ইসমাঈলই তোমার সামনে থাকত বা খাদেম হত।' (ঐ ১৭ঃ ১৮)

একদা সারা চাইলেন যে, ইসমাঈল ইসহাকের সাথে ওয়ারেস হবে না এবং তাকে তার মা-সহ নির্বাসনে পাঠাতে হবে, তখন ইব্রাহীম ﷺ রেগে উঠেছিলেন এবং সারাকে কটু কথা শুনিয়েছিলেন। *(ঐ ঃ ২১ঃ ১১)*

'প্রিয় পুত্র' না হলে তাঁর বঞ্চনায় তিনি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে কটু কথা শোনাতেন না।

(৪) মোরিয়া বা মোরিয়ো আসলে 'মারওয়া' শব্দের অপভ্রংশ। বাস্তবে মোরিয়া হল মক্কায় অবস্থিত মারওয়ার নাম। যদিও ইয়াহুদীরা মনে করে, তা জেরুজালেমের সুলাইমান-টেম্পলের জায়গার নাম। আর খ্রিস্টানরা ধারণা করে, তা সেই জায়গার নাম, যেখানে ঈসা ﷺ-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আসলে তা ভুল। যেমন তাদেরই অনেক তত্ত্বানুসন্ধানী লেখক এ কথা স্বীকার করেছেন। পরন্তু মোরিয়া শামদেশের কোন জায়গার নাম বলেও পরিচিত নয়। (আর্রা'য়ুস স্বাহীহ ৫৪-৬১পৃঃ দ্রঃ)

কুরবানীস্থল মক্কা, সে কথা আমাদের নবী ﷺও বলেছেন। তিনি মিনায় বলেছেন,

(هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ)، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ (هَذَا الْمَنْحَرُ) يَعْنِي الْمَرْوَةَ (وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ).

অর্থাৎ, 'এ হল কুরবানীস্থল। আর মিনার সমস্ত জায়গা হল কুরবানীস্থল।' আর উমরায় মারওয়ার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলেছেন, 'এ হল কুরবানীস্থল। আর মক্কার সমস্ত গলি ও রাস্তা হল কুরবানীস্থল।' (মুঅত্ত্বা ১৪৬৮নং, ত্বাবারানী)

এই বিধান দিয়েই মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٣٣) سورة الحج

অর্থাৎ, এ (পশু)গুলোতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট। (হাজ্জ ঃ ৩৩)

আর বাইবেলেও রয়েছে যে, ইব্রাহীমী কুরবানীস্থল হল বায়তুল্লাহর কাছে, যা ইব্রাহীম বানিয়েছিলেন। (দ্রঃ Genesis ১২ ঃ ৬-৯)

সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সেই কুরবানীর 'যাবীহ' ছিলেন ইসমাঈল ﷺ।

** এ ছাড়া ইসমাঈল ﷺ ছিলেন প্রথম পুত্র। এ কথা বাইবেলেও আছে। আর সে যুগের ধর্মীয় রীতি ছিল পশুর প্রথম বাচ্চা ও প্রথম ফল-ফসলকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দেওয়া। (দ্রঃ Genesis ৪ ঃ ৪) সুতরাং এ ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয় যে, 'যাবীহুল্লাহ' ইসমাঈল ﷺই ছিলেন।

** ইসাহক ﷺ নবী হবেন এবং তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি হবে, সে কথার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল পিতা ইব্রাহীম ﷺ-কে। (দ্রঃ Genesis ১৭ ঃ ১৯-২০) আল-কুরআনেও রয়েছে সে কথা। (দ্র ঃ হূদ ৭১, স্বাফ্‌ফাত ঃ ১১২) অতঃপর তাঁকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া কি নিরর্থক নয়? ইব্রাহীম ﷺ-এর তাঁর নবী ও সন্তান-সন্ততির খবর জেনে-শুনেও কি তাঁকে কুরবানী দিতে গিয়েছিলেন? তিনি তাহলে জানতেন যে, এ যবেহ হবে না এবং এর জীবননাশ হবে না। তবে তাতে তাঁর ত্যাগের পরীক্ষা হল কীভাবে?

** ইব্রাহীম ﷺ-এর উক্ত কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে মহাপরীক্ষায় পাশ করার ফলেই তাঁকে বংশ-বিস্তার ও সন্তানাধিক্যের তথা ইসহাক ও ইয়াকূবের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। (ঐ ২২ ঃ ১৮)

সুতরাং ইসহাক ﷺ-এর জন্মের পূর্বেই কুরবানীর উক্ত ঘটনা ঘটেছিল। তাহলে সুনিশ্চিতভাবে 'যাবীহ' ছিলেন ইসমাঈল ﷺ।

** ইসমাঈল ﷺই মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন। আর তার জন্যই তিনি পিতার মীরাস পাননি। (দ্রঃ Genesis ২৫ ঃ ১-৬) যেহেতু এমন ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টিই হয়। পক্ষান্তরে ইসহাক ﷺ ছিলেন ইব্রাহীম ﷺ-এর সব কিছুর উত্তরাধিকারী।

** কুরবানীর উক্ত প্রচলন ইহুদীদের মধ্যে নেই। যদি ইসহাক ﷺ 'যাবীহ' হতেন, তাহলে তাদের ধর্মে কুরবানীর প্রচলন থাকত। এ কথা খান সাহেবও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাইবেলে ইসহাক নামের উল্লেখ থাকায় তিনি ও তাঁর মতো অনেকেই ধোঁকা খেয়েছেন। হয়তো-বা তিনি বা তাঁরা মনে করেন, বাইবেলও কুরআনের মতো অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু আসলে তা নয়।

বলা বাহুল্য, কুরবানী সহ হজ্জের অনেক অংশই ইব্রাহীম, হাজেরা ও ইসমাঈল (আলাইহিমুস সালাম)এর স্মৃতিচারণা।

আসুন! এবারে দেখা যাক কুরআনের বর্ণনায় যাবীহ কে?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (١٠٨) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيّاً مِنْ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ (١١٣) الصافات

অর্থাৎ, তারা বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।' ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি ওদেরকে হীন ক'রে দিলাম। ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলা-ফিরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী বল।' সে বলল, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি

তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে শায়িত করল, তখন আমি ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত ক'রে দেখালে। নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে নিলাম। আর এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় ক'রে রাখলাম। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম; তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। (স্বাফ্‌ফাত ঃ ৯৭-১১৩)

কুরআন মাজীদের এই বিবরণে যদিও ইসমাঈল عليه السلام-এর নাম 'যাবীহ'রূপে উল্লেখ নেই, তবুও গভীর প্রণিধানের সাথে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'যাবীহ' ছিলেন তিনিই। লক্ষ্য করুন ঃ-

১। দুআ বা সন্তান প্রার্থনার পরপরই 'যাবীহ'র সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তার যবেহর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সে সময় ইব্রাহীম عليه السلام নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং নিঃসন্তান অবস্থায় দুআ করার পর তিনি যে ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ পেলেন, তাকেই যবেহ করার জন্য তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন। ধারাবাহিকতার সাথে কুরআনের এই বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, 'যাবীহ' ছিলেন ইব্রাহীমের প্রথম সন্তান। আর তিনি ছিলেন ইসমাঈল عليه السلام।

২। কুরআনী বিবরণের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করুন। তাতে স্পষ্ট যে, যবেহর ঘটনার পর ইসহাক ﷺ-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।’ সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলা-ফিরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, ‘হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী বল।’.........”

এ ঘটনা শেষ করার পর বলা হয়েছে, “আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।”

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ ইসমাঈল-ইসহাক (আলাইহিমাস সালাম)কে একত্রে বর্ণনা করার সময় ইসমাঈল ﷺ-কেই বর্ণনাক্রমে প্রথমে উল্লেখ করেছেন,

[الْحَمْدُ لله الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ] (٣٩) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্য সত্ত্বেও ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই দুআ শ্রবণকারী। (ইব্রাহীম ঃ ৩৯)

আরো দেখুন ঃ বাক্বারাহ ঃ ১৩৩, ১৩৬, ১৪০, আলে ইমরান ঃ ৮৪, নিসা ঃ ১৬৩

এই বর্ণনাক্রম থেকেও বুঝা যায় যে, ইসমাঈল ﷺ প্রথম সন্তান এবং তিনিই ছিলেন ‘যাবীহ’।

৩। মহান আল্লাহ ‘সামীউদ দুআ’। তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর দুআ শুনে ইসমাঈল জন্মের সুসংবাদ দান করলেন। তার মানে ‘সামিআল্লাহু দুআআহ’। সেই থেকে তাঁর নামও হল ইসমাঈল, অর্থাৎ ঃ আল্লাহ-শোনা। যেমন পর পর সন্তান মরার পর যে সন্তানকে আল্লাহ রাখেন, লোকে তার নাম দেয় ‘আল্লাহ-রাখা।

পক্ষান্তরে ইসহাকের সুসংবাদের পূর্বে দুআ বা প্রার্থনা ছিল না। বরং সুসংবাদ শুনে ছিল বিস্ময়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٠) الذاريات

অর্থাৎ, তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, ‘ভয় পেয়ো না।’ অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সামনে এল এবং মুখমণ্ডল চাপড়িয়ে বলল, ‘(আমি তো) বন্ধ্যা বৃদ্ধা, (আমার সন্তান হবে কী ক’রে?)’ তারা বলল, ‘তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’ (যারিয়াত ঃ ২৮-৩০)

﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا

بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ﴾ (٥٦) الحجر

অর্থাৎ, আর তাদেরকে জানিয়ে দাও ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা। যখন তারা (ফিরিশ্তারা) তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন সে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে ভীত-সন্ত্রস্ত।' তারা বলল, 'ভয় করো না। আমরা তোমাকে একজন জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, 'আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?' তারা বলল, 'আমরা তোমাকে সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি আদৌ নিরাশ হয়ো না।' সে বলল, 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?' (হিজর ঃ ৫১-৫৬)

স্পষ্টতঃ বুঝা গেল সন্তান কামনা ক'রে দুআ ও প্রার্থনার পর যে পুত্রের সুসংবাদ ইব্রাহীম ﷺ লাভ করেছিলেন, তিনি ছিলেন ইসমাঈল। আর তিনিই যখন তাঁর পিতার সঙ্গে চলা-ফিরার বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইব্রাহীম তাঁকে বললেন, 'হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী বল।' সুতরাং নিঃসন্দেহে ইসমাঈল ﷺই হলেন 'যাবীহুল্লাহ'।

৪। মহান আল্লাহ সূরা স্বাফ্ফাতের আয়াতগুলিতে দুটি সুসংবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম সুসংবাদে তিনি ইব্রাহীমকে ধৈর্যশীল পুত্রদানের কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় সুসংবাদে নবী ও সালেহ পুত্রদানের কথা বলেছেন। তাহলে পরিস্ফুট যে, প্রথম পুত্র ইসমাঈল এবং তিনিই ছিলেন 'যাবীহ'।

৫। ইসহাক ﷺ-এর সুসংবাদ দেওয়ার সময় তিনি সন্তানের পিতা ও নবী হবেন---সে কথা বলা হয়েছিল। বিধায় তাঁর 'যাবীহ' হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ তা হলে ইব্রাহীম ﷺ এ কথা জেনেশুনে তাঁকে যবেহ করতে গিয়েছিলেন যে, তিনি জীবন হারাবেন না। তাহলে তাতে তাঁর ত্যাগের পরীক্ষা সাজানো নাটকের মতো হয়ে যায়। আর তা অসম্ভব। অতএব 'যাবীহ' ছিলেন ইসমাঈল ﷺ।

৬। উভয় পুত্রের গুণ হিসাবে যা বলা হয়েছে, তা দেখে গুণান্বিতকে নির্ধারণ করা যায়। ইসহাক ﷺ-এর সুসংবাদ দেওয়া সময় বলা হয়েছে,

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ﴾، ﴿لاَتَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ﴾

অর্থাৎ, তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। 'ভয় করো না। আমরা তোমাকে একজন জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

আর জ্ঞান পোক্তা হয় বড় হয়ে নানা অভিজ্ঞতা লাভের পর। যেমন মহান আল্লাহ ইউসুফ ﷺ-এর জন্য বলেছেন,

[وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ] (٢٢) سورة يوسف

অর্থাৎ, সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। (ইউসুফ ঃ ২২)

মূসা ﷺ-এর জন্য আল্লাহ বলেছেন,

[وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ] (١٤) سورة القصص

অর্থাৎ, যখন সে পূর্ণ যৌবনে ও পরিণত বয়সে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ১৪)

যেহেতু শিশু-কিশোর অবস্থায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ছবি ফুটে ওঠে না। পরিণত বয়সেই তা ফুটে ওঠে। পক্ষান্তরে অন্য পুত্রের সুসংবাদ দানের সময় বলা হয়েছে,

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

আর ধৈর্যশীলতা শিশু-কিশোর অবস্থাতেও প্রকাশ পায়। বালা-মুসীবতে, বিপদে-কষ্টে ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করতে পারে একজন কিশোর। পিতার হাতে যবেহ হওয়ার মতো এত বড় সাহস, সেই যবেহর কষ্টে ধৈর্য ধরার মতো এত বড় স্থৈর্য যে কিশোরের ছিল, সেই 'যাবীহ'। ধৈর্যের কথা 'যাবীহ' নিজেও বলেছিলেন,

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।'

আর ইসমাঈল (عليه السلام)-এর নাম নিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল।

[وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ] (٨٥)

অর্থাৎ, আর (স্মরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লের কথা; তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। (আম্বিয়া ঃ ৮৫)

এই বিশ্লেষণ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, ইসমাঈল (عليه السلام)-ই ছিলেন 'যাবীহ'।

৭। অন্যত্র ইসমাঈল (عليه السلام)-কে মহান আল্লাহ 'প্রতিশ্রুতি পালনকারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

[وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا] (٥٤) سورة مريم

অর্থাৎ, এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং সে ছিল রসূল, নবী। (মারয়্যাম ঃ ৫৪)

কোন্ প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন তিনি, যার জন্য কুরআনে বর্ণিত এত বড় সার্টিফিকেট পেলেন? সে প্রতিশ্রুতি হল,

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।

এই প্রতিপাদনে কি বুঝা যায় না যে, 'যাবীহ' ছিলেন ইসমাঈল (عليه السلام)?

৮। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কুরআনে 'যাবীহ'র নাম স্পষ্ট ক'রে নেওয়া হল না কেন?

কুরআন নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা ও চিন্তা-গবেষণা করেন, তাঁরা জানেন যে, বহু ঘটনাতেই কুরআন নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে নীরব। কত ঘটনা আছে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ব্যাপারে, অথচ সেখানে

তাঁর নাম নেই। কত ঘটনা ও আলোচনা আছে আবূ বাক্র, উমার, উষমান প্রমুখ সাহাবাগণ رضي الله عنهم সম্বন্ধে, অথচ সেখানে তাঁদের কোন নাম নেই। সংক্ষেপ বর্ণনায় কুরআনী বাক্-রীতি এমনই। সব জায়গায় সকলের নাম নেওয়া হয়নি তাতে।

তাছাড়া 'যাবীহ'র নাম উল্লিখিত না হওয়াই এ কথার দলীল যে, তিনি ছিলেন ইসমাঈল عليه السلام। যেহেতু পরবর্তীতে ইসহাক عليه السلام-এর নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর পৃথক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আরো একটি কারণ এও হতে পারে যে, যেহেতু ইয়াহুদীরা তাদের গ্রন্থে 'যাবীহ'রূপে ইসহাক عليه السلام-এর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে, এখন যদি কুরআন ইসমাঈল عليه السلام-এর নাম উল্লেখ করে, তাহলে তারা কুরআনকে আরো বেশি অস্বীকার ক'রে বসত। যেহেতু তারা তা তাদের কিতাবের সরাসরি বিপরীত বর্ণনা ধারণা করত। আর কুরআন, মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলিমদের দোষ ধরাই তাদের কাজ ছিল।

অবশ্য কুরআন আমভাবে সতর্ক ক'রে তাদের কিতাবে তাদের কারচুপি করার কথা বলেছে,

[يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (١٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক'রে থাকে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার

সংবাদ পেতে থাকবে। সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (মায়িদাহ ঃ ১৩)

[يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ] (١٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। (মায়িদাহ ঃ ১৫)

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন,

المفدي إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود.

অর্থাৎ, যাবীহ ইসমাঈল। ইয়াহুদীরা মনে করে ইসহাক। তারা মিথ্যা বলে। (তারীখ ত্বাবারী ১/২৬৮, তাফসীর ত্বাবারী ২৩/৮৪)

ইসমাঈল عليه السلام 'যাবীহ' ছিলেন অথবা যবেহর ঘটনা যে মক্কায় ঘটেছে, তার একটি প্রমাণ হল, কা'বাগৃহের ভিতরে তাঁর বিনিময়ে যবেহকৃত দুম্বার শিং শেষনবী ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত সযত্নে সংরক্ষিত ছিল। (দ্র ঃ ত্বাবারী তারীখ ও তাফসীর)

মহানবী ﷺ কা'বা-মসজিদের মতোয়াল্লী উষমান বিন ত্বালহাকে বলেছিলেন,

إِنِّيْ نَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে আদেশ করতে ভুলে গেছি যে, (ইসমাঈলের বদলে যবেহকৃত দুম্বার) শিং দু'টিকে ঢেকে দাও। কারণ (কা'বা)গৃহে এমন কিছু থাকা সংগত নয়, যা নামাযীর মন আকর্ষণ করে। (আবূ দাউদ ১৭৭০নং)

যদি কেউ বলে, 'শিং দু'টিকে শাম থেকে নিয়ে এসে মক্কায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল', তাহলে আমরা বলব যে, তা কে বা কারা এনেছিল? ইসলামের পূর্বে কখন আরবরা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার ক'রে সে ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্ন তাদের নিকট থেকে মক্কায় আনয়ন করল?

এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, তা যয়ীফ (ভিত্তিহীন) না হলে এ কথার স্পষ্ট দলীল হত যে, ইসমাঈল ﷺই 'যাবীহ' ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি দুই যাবীহ'র সন্তান।" (সিঃ যয়ীফাহ ১৬৭৭নং)

যেহেতু তাঁর পিতা আব্দুল্লাহকে 'যাবীহ' বলা হত। আর তার ইতিবৃত্ত এই যে, আব্দুল মুত্তালিব নযর (মানত) মানলেন যে, তাঁর যদি ১০টি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে তিনি কা'বার নিকট যবেহ করবেন। অতঃপর ১০টি পুত্র হয়ে গেলে তিনি তাদের মাঝে কাকে যবেহ করবেন তা দেখার জন্য লটারী করলেন। লটারীতে নাম এল আব্দুল্লাহর। কুরাইশ তাঁকে যবেহ করতে বাধা দিল। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাহলে আমি আমার নযর কী করব? লোকেরা তাঁকে পরামর্শ দিল যে, আব্দুল্লাহর বদলে ১০টি উট কুরবানী

করুন। ১০টি উট ও আব্দুল্লাহর মাঝে লটারী করা হলে আব্দুল্লাহর নামই বেরিয়ে এল। আব্দুল মুত্তালিব বড় দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এরপর আরো ১০টি উট বৃদ্ধি করে লটারী করলেও তাঁরই নাম এল। এইভাবে বৃদ্ধি করতে করতে যখন উট ১০০টি পূর্ণ হল, তখন লটারী করে দেখা গেল উটের নাম এসেছে। ফলে তাঁর বিনিময়ে ১০০টি উট যবেহ করা হল। আর তখন থেকেই কুরাশই তথা আরবে মানুষ হত্যার দন্ড হিসাবে ১০০টি উট দেওয়ার আইন প্রচলিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ ও ইসলামে সেই আইনকে বহাল রাখলেন।

আর এ কথা বিদিত যে, তাঁর বংশধারাতে ইসমাঈল ﷺও 'যাবীহ'রূপে পড়েন।

বাহ্যতঃ হকপন্থী খান সাহেব যেমন বাইবেলে বিশ্বাস রাখেন, তেমনি বুখারী শরীফেও বিশ্বাস রাখেন। তাই তিনি বলেছেন,

'কোরান এবং হাদিসে ইসমাইলের বলির বিষয়টি অনুল্লেখিত। বোখারী শরিফের (হাদিস) বর্ণনা আমাদের সেই বিষয়ের উপরই আলোকপাত করে। বোখারী শরিফ ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমস্ত মজহাবের (গোষ্ঠীর) কাছে সর্বোত্তম হাদীস গ্রন্থ বলে মান্যতালাভ করেছে।.......হাদিসে (বোখারি) জমজম কূপের উৎপত্তি এবং কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণ, কেবলমাত্র এই দুটি ঘটণারই বর্ণনা আছে। কিন্তু কোথাও ইব্রাহিমের আল্লার বলিদানের আদেশের কোনও উল্লেখ নেই।'

বড় আশ্চর্যের কথা যে, বুখারী শরীফের একটি হাদীস পড়েই খান সাহেব ইব্রাহীম ﷺ-এর গোটা জীবনী খুঁজে পেয়েছেন। বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা পড়ে মানুষের গোটা জীবনের খবর পাওয়া যায় না সাহেব! সে কথা আপনিও মানবেন আশা করি। একটা বিচ্ছিন্ন আয়াত বা হাদীস পড়ে যেমন ইসলামী শরীয়তের কোন ফায়সালা দেওয়া যায় না,

তেমনি 'বুখারী শরীফ ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমস্ত মজহাবের (গোষ্ঠীর) কাছে সর্বোত্তম হাদীস গ্রন্থ বলে মান্যতা লাভ করেছে' বলে এবং তাতে ইসমাঈল ﷺ-এর কুরবানীর কথা উল্লেখ নেই বলে উক্ত ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খান সাহেব বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনা পড়েই ইব্রাহীম ﷺ-এর জীবনী আয়ত্ত ক'রে লিখেছেন, *'অথচ বলিদানের আদেশটি এসেছে প্রথম, তারপর কাবাগৃহ নির্মাণ। তাহলে ইব্রাহিম ইসমাইলকে বলি দিলেন কখন?'*

আমরা পূর্বেই বলেছি, যখন ইসমাঈল ﷺ-এর বয়স তেরো বছর তখন। সুতরাং অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অযৌক্তিক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ কিছুই নয়। বরং ইসহাক ﷺ-এর কুরবানী হওয়ার কথা বাইবেল, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। যেহেতু হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্রকে নির্বাসনে দিয়ে পরবর্তীতে ইব্রাহীম ﷺ বি'রে সাবআতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বাস করতেন। তারও পরে তিনি শামে ফিরে গিয়ে পুনরায় মক্কায় এসে ইসমাঈল ﷺ-কে বিবাহিত অবস্থায় ঘর-সংসার করতে দেখেন।

খান সাহেব লিখেছেন, *'বাইবেলে বলির বিষয়ে ইসহাকের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোরানে বলির কথা বর্ণনা থাকলেও কারো নাম উল্লেখ নেই। ফলে এখানের সহিষ্ণুপুত্র বলতে ইসমাইলকে মনে করা এটা অতি কাল্পনিক ভাবাবেগের নামান্তর।'*

অথচ খান সাহেবই বলেছেন, 'বিষয়টি বিতর্কিত।' তার মানে উভয় পক্ষের নিকট কিছু না কিছু প্রমাণ অবশ্যই আছে। ভাবাবেগে কেবল অনুমান ও কল্পনা ক'রে কোন বিষয়ে বিতর্ক করা যায় না। সে নাম যে

প্রক্ষিপ্ত এবং বাইবেলেরই বর্ণনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

তিনি আরো লিখেছেন, *' কোরান শরিফের প্রথম বাংলা অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন 'সূরা ইউসুফের' ব্যাখ্যায় আমি ইসাহকের পুত্র, ইব্রাহিমের পৌত্র ইয়াকুব--- আমার পিতা ইসাহকের গলদেশে ছুরিকা অর্পিত হইয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাহার বিনিময়ে এক মেষকে বলিরূপে প্রেরণ করিয়া ছিলেন।' এখানেও ইসাহকের বলির বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই বলি রীতির কোনও প্রচলন নেই। আছে শুধু মুসলিমদের মধ্যে।'*

তাহলে এই প্রচলন কি প্রমাণ করে না যে, 'যাবীহ' ইসহাক ﷺ ছিলেন না, বরং ইসমাঈল ﷺ ছিলেন?

বড় দুঃসাহসিকতার সাথে খান সাহেব লিখেছেন, *'সুতরাং শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে ইসমাইলকে যবীহুল্লাহ (আল্লাহর নামে কোরবান) ধরে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে যে কাহিনিগুলি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে কোরান এবং হাদিসের কোনও সম্পর্ক নেই। আর কোরান ও হাদিসের বাইরে ইসলাম ধর্মের কোনও ব্যাখ্যা নেই। তাহলে ইসমাইলকে বলি দেওয়ার এই আষাঢ়ে গল্পগুলি কী ভাবে প্রচারিত হল তা ভাবতে অবাক লাগে।'*

ভাবতে আমাদেরকেও অবাক লাগে, শরীয়তের কোন বিষয় নিয়ে মুখ খুলবেন, কলম ধরবেন উলামাগণ। সাধারণ বাংলা-পড়ুয়ারা এ বিষয়ে শিং লড়ছেন কেন? কী উদ্দেশ্যে?

ভাবতে অবাক লাগে, দেশের এত আলেম-উলামার ইল্ম ও ধর্মীয় জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ ক'রে ঐ শ্রেণীর লেখকরা বিভ্রান্তিকর লেখা কেন লেখেন আর কেনই বা ছাপেন পত্রিকা-ওয়ালারা? উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন মুসলিমদের মনে আঘাত সৃষ্টি করেন

তাঁরা? অনুমান করলে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু সুধারণা রেখেই তাঁদেরকে এমন অপকর্ম থেকে বিরত হতে আবেদন জানাচ্ছি?

খান সাহেব একবাক্যে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস বনে দাবী ক'রে বসেছেন যে, ইসমাঈল ﷺ-এর 'যাবীহ' হওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে কোরান এবং হাদীসের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তাঁর কুরবানী হওয়ার কাহিনী 'আষাঢ়ে গল্প'! অথচ তিনি ভেবেও দেখেননি যে, তাঁর এই বিভ্রান্তিকর লেখা কাল-বোশেখীর ঝড় ও ভাদুরে রোদ। জানেন খান সাহেব? 'ভাদরের রোদ আর সোদরের কথা' গায়ে বড্ড লাগে। যতই হোক আপনি একজন মুসলমান তো।

সবশেষে মুলিমদের অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কথা তুলে ধরে খান সাহেব ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের জয়গান গেয়েছেন। অথচ মুসলিমরা সকল নবীর প্রতি সমান ঈমান রাখেন, যেমন পূর্বে সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবুও খান সাহেব অপবাদ দিয়ে লিখেছেন,

'যেহেতু ইসাহকের বংশধারা থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান গোষ্ঠী এবং ইসমাইলের বংশধারা থেকে ইহুদী ও খ্রিষ্টান গোষ্ঠী এবং ইসমাইলের বংশ থেকে নবী মহম্মদ ও তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচারিত, শুধুমাত্র এই কারণে ইসমাইলকে বলি হিসাবে তুলে ধরার এই কাল্পনিক তত্ত্বের অবতারণা। এই অলীক কল্পনার উপর ভিত্তি করেই মহোৎসবে পালিত হয় মহান ত্যাগের এই আত্মবলিদানের উৎসব। যার মধ্যে ত্যাগ নয়, ভোগের আধিক্য বেশি।'

পূর্বেই বলেছি, আবারও বলছি, যে কারণে খান সাহেব কুরবানীর উৎসব হয় মনে করেছেন, সে কারণ তাঁর স্বকপোলকল্পিত মাত্র। সে উৎসব ও ইবাদত পালনের জন্য কোন কাল্পনিক তত্ত্বের অবতারণার প্রয়োজন নেই খান সাহেব! তা যে ইব্রাহীমী রীতি ও মুহাম্মাদী নীতি। আত্মবলিদানে 'যাবীহ' ইসমাঈলের অনুকরণ করা হয় না, অনুকরণ

করা হয় 'যাবেহ' ইব্রাহীম ﷺ-এর। যাঁর অনুকরণ করা উচিত ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ] (١٣٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্যতম। (বাক্বারাহ ঃ ১৩০)

[وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] (١٣٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান হও, সঠিক পথ পাবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব। আর সে (ইব্রাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'(বাক্বারাহ ঃ ১৩৫)

[إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ] (٦٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসিগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। (আলে ইমরান ঃ ৬৮)

[قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] (٩٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন।' সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। (আলে ইমরান ঃ ৯৫)

[وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً] (١٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (নিসা ঃ ১২৫)

[قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] (١٦١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। যা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' *(আন্‌আম ঃ ১৬১)*

[وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِالله هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ] (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

[قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِالله وَحْدَهُ] (٤) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' (মুমতাহিনাহ ঃ ৪)

[مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ] (٦٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। সে অংশীবাদী (পৌত্তলিক)দের দলভুক্ত ছিল না। (আলে ইমরান ঃ ৬৭)

সুতরাং কার ধর্ম পালন করলে 'মুসলিম' ও সফলকাম হওয়া যায় এবং কার রীতি পালন ক'রে মুসলিমরা মহা সমারোহে পালন করে 'মহান ত্যাগের এই আত্মবলিদানের উৎসব'---তা সানোয়াজ সাহেব আবারও ভেবে দেখবেন কি?

কুরবানীর মধ্যে ত্যাগের আধিক্য আছে, নাকি ভোগের আধিক্য আছে, তা তো নিয়ত ও মনের কথা। সে কথা সানোয়াজের মতো লোকেরা জানবেন কী ক'রে? উদ্দেশ্য ত্যাগই। কম-বেশী নয়, পুরোটাই ত্যাগের নিয়ত হতে হবে। ভোগের গোশ্ত খাওয়ার মধ্যে উপভোগ আছে, কিন্তু খাওয়ানোর মধ্যেও ত্যাগ আছে। আর মহান আল্লাহ তো বলেছেনই,

[لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ] (٣٧) سورة الحج

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা); এভাবে তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন, যাতে

তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে। (হাজ্জ ঃ ৩৭)

এখন যদি উম্মাহর অধিকাংশ লোকে ত্যাগ ছেড়ে ভোগের শিকার হয়, তাহলে কি কুরবানী বন্ধ ক'রে দিতে হবে? জনদরদী খান সাহেব ইতিপূর্বে কুরবানীর টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করতে বলেছেন। হয়তো-বা একদিন নানা যুক্তি দেখিয়ে হজ্জের অর্থকেও জনকল্যাণে ব্যয় করতে বলবেন, নামাযের জন্য ব্যয়িত সময়গুলিকেও জনকল্যাণে ব্যয় করতে বলবেন। রোযার উপবাসকেও জনকল্যাণ-বিরোধী বলবেন। বলতেও পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করে না, সে তো স্বাধীনভাবে যাচ্ছেতাই বলতে পারে! বাক্-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে মানবের মানবাধিকার। সে অধিকার প্রয়োগ ক'রে যদি বিধর্মী হতে হয়, তাতে ক্ষতি কী? সে তো মানবদরদী একজন মানবই। কিন্তু যাদের বুকে ঈমান আছে, সেই মানবদের উদ্দেশ্যে বলি,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا] (٧٠) الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (আহ্যাব ঃ ৭০)

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.